যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০১৭
target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

সফল কেরিয়ার গড়তে লড়াইটা জরুরি

জীবনে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মানসিক জোর প্রয়োজন। এ-কথা অনস্বীকার্য। এবার একটা জিনিস অবশ্যই দেখার এক-একজনের কাছে জীবনের মানে এক-একরকম। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা হয়তো অল্প পরিশ্রমে ফল পেয়েছেন, অল্প সময়ের মধ্যে নিজের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছেন। আবার অনেকেই আছেন যাঁদের জীবনে সাফল্য এসেছে, কিন্তু দেরিতে। এই দু'ক্ষেত্রেই একটা মিল রয়েছে সেটা হল লড়াইটা তাঁরা জারি রেখেছেন। কেরিয়ারের পথে এগোতে গেলে এই লড়াইটা প্রতি ক্ষেত্রে খুব জরুরি। কারণ কেরিয়ারের জায়গাটি খুব মসৃণ নয়। যত দিন যাচ্ছে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। এই প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে গেলে সহজে হার মানলে চলবে না। পছন্দের কাজটির জন্য নিজেকে তৈরি করে তুলতে হবে। আমি কী কাজ করতে চাইছি, কেন চাইছি এইগুলি কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে নিজেকে ভাবতে হবে। কী কাজ করতে চাইছি সেই লক্ষ্য নিয়ে কেরিয়ারের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

অনেক সময় ইন্টারভিউতে পর পর ব্যর্থতা আসতে পারে। তখন মনে হতে পারে আপনি এই ধরনের কাজের যোগ্য নন, বাকিরা হয়তো আপনার থেকে অনেক বেশি জানেন। তবে মনের মধ্যে কখনওই এই ধরনের ব্যর্থতা আসতে দেওয়া ঠিক নয়। আর এটাও জেনে রাখুন আপনি ব্যর্থ নন। প্রতিটি ইন্টারভিউ থেকে আপনি কিছু শিখছেন এটা জানবেন। সেইগুলি আপনার জীবনে অবশ্যই কাজে আসবে। যে জিনিস আপনি একবার শিখবেন তা কখনওই ব্যর্থ হয় না, এটা মনে রাখা আবশ্যক। কোনও না কোনও সময় তা আপনার কাজে লাগবে।

আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী আপনি কাজ পাবেন। বাজারে কাজ আছে। কিন্তু তা আপনাকে খুঁজে নিতে হবে। এর জন্য দরকার হলে পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলে উপদেশ নিতে পারেন, অনেক সময়ে বন্ধুরাও এক্ষেত্রে সাহায্য করে পারে। আপনার জন্য কোন কেরিয়ারটি আদর্শ সেটি বুঝে নিয়ে আপনাকে পা বাড়াতে হবে। তার জন্য নিজেকে সেইভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। তবে এটা জানবেন অনেক চাকরি করতে করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা নানা কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকি। আমাদের জীবনে যার মূল্য অনেক।

একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে। আপনি যদি কোনও ছোট কোম্পানিতে রিসেপশনিস্ট হিসাবে কাজ শুরু করেন, তবে তার জন্য কম্পিউটারের বেসিক ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি ইংরেজির একটি কোর্স করে নেওয়া যেতে পারে। পরে সেই কোম্পানিতে নিজের কেরিয়ারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

এরপর দুইয়ের পাতায়

হয়ে উঠুন একজন সফল টিমলিডার

এক-একটা কাজের ধরন এক এক রকমের। আপনার কাজ যদি টিম বানিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছনো হয় তবে কাজটা সহজ যেমন হয়, তেমন তার কিছু বাধা-বিপত্তিও থেকে যায়। টিম লিডারের দায়িত্ব অনেক। নিজের টিম বানানো থেকে শুরু করে কাজের ঠিকঠাক বণ্টন ও সময়মতো সাফল্যের সঙ্গে কাজ সেরে ফেলতে পারাটা সত্যিই একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। এখানে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দক্ষতা চেনা, তাদের ঠিকঠাক পরিচালনা করা, তাদের উৎসাহিত করা, কাজের দেখভাল ও খোঁজখবর রাখার মতো বিষয়গুলোর গুণ থাকা দরকার।

টিম লিডারের মধ্যে বিশেষ কিছু গুণ থাকে। যেমন— বুদ্ধি, জ্ঞান, সাহস, যে কোনও পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখা, প্রতিযোগী মনোভাব, জেতার ইচ্ছে, লড়াইয়ের মনোভাব, সবার সাথে মেশার ক্ষমতা, কাজের সময় অভিনবত্ব আর চোখ-কান খোলা রাখার ক্ষমতা। কিন্তু এগুলো টিমের প্রত্যেকের মধ্যে দরকার তাই আপনাকে অন্যদের মধ্যেও এই বিষয়গুলো জাগিয়ে তুলতে হবে।

ভেবে দেখলে আপনি বুঝবেন যে টিম লিডার হওয়াটা নিছক জব প্রোফাইল নয়। চাকরি করা ছাড়াও টিম ও টিম লিডার গুরুত্বপূর্ণ হয়। কোনও সেলস-এর প্রোজেক্ট বা রিসার্চ প্রোজেক্ট বা মাউন্ট এভারেস্ট-এ ওঠাতেও টিম ও টিম লিডারের দরকার পড়ে। সব ক্ষেত্রে একজন টিম লিডারই পারে সঠিক লক্ষ্য স্থির ও পরিকল্পনা দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে। টিম লিডারের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার সবকটি গুণের প্রয়োজন আছে কিন্তু সে যদি নিজেকে দলের কর্তা আর বিধাতা ভাবে তাহলে সে দলে কিছু সময়ের জন্য রাজার মতো ছড়ি ঘোরাতে পারবে ঠিকই কিন্তু দলের একজন হতে পারবে না। ফলে গোটা দল তাদের উদ্দেশ্য হারাবে। তাই টিম লিডার বাছার সময় যেমন তার মধ্যে বিশেষ কিছু দক্ষতা খুঁজে দেখা হয়, তেমনি তাকেও কাজ করার সময় সফল হতে গেলে সব সময় কিছু বিষয় মেনে চলতে হয়।

টিম লিডারের মনোভাব পুরো দলকে উজ্জীবিত করতেও পারে, আবার নিরুৎসাহও করতে পারে। কেউ যদি নিজেকে সেরা ভাবার গুমোরে আক্রান্ত হয় তবে সে দল বিফল হবেই। সব সময় মনে রাখতে হবে আপনি দলেরই একজন। আপনার যেমন নেতৃত্বের দক্ষতা আছে তেমনই আপনার দলের প্রতিটি মানুষের কিছু বিশেষ দক্ষতা আছে, তাই তারা আপনার দলে রয়েছে। আপনি কখনও ভুলবেন না তাদের আপনার কেন প্রয়োজন। একে অপরকে সম্মান দিলেই দলের মধ্যে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সবাই

এরপর দুইয়ের পাতায়

চার থেকে সাত পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- নেভিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে অফিসার নিয়োগ নৌবাহিনিতে
- ১৩টি ব্যাংকে ৩২৪৭ প্রোবেশনারি অফিসার নিয়োগ
- ইসরোয় ৩১৩ ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ
- রাজ্য সরকারে ২৯ অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজার ও নার্সিং টিউটর
- পিএসসি-র মাধ্যমে ২৪ অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ
- কলকাতা পুরনিগমে ক্লার্ক ও ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ
- লোকসভায় জুনিয়র ক্লার্ক নিয়োগ
- ৩২৩ তরুণ-তরুণীকে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
- আর্কিওলজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি
- এয়ার ইন্ডিয়ায় ৪০০ কেবিন ক্রু নিয়োগ
- কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি
- হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুটি কোর্স
- ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার-এ তিনটি কোর্স
- ব্রডকাস্ট জার্নালিজম এবং প্রিন্টিং অ্যান্ড বুক পাবলিশিংয়ের বি. ভোক কোর্সে ভর্তি

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

নিখরচায় অনলাইনে কোর্সের সুযোগ!

বর্তমান সময়কে ইন্টারনেটের যুগ বললে খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না। কারণ গোটা বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ ইন্টারনেটকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে। এই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গোটা বিশ্ব প্রায় আমাদের হাতের মুঠোয়। সমস্ত কিছুই প্রায় আমরা ঘরে বসে জানতে পারি। ইন্টারনেট এক নতুন দুনিয়া আমাদের সামনে খুলে দিয়েছে। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও ইন্টারনেট তার যুগান্তকারী ছাপ রেখেছে। এই প্রযুক্তি ব্যবস্থা আমাদের জানার ইচ্ছেটাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কোর্স করানো হয়, কোর্সে কী কী পড়ানো হয়, মেয়াদ কতদিনের, কবে ভর্তি, ভর্তির শেষ তারিখ কবে তা আমরা ঘরে বসেই জানতে পারি। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে অনলাইনের মাধ্যমে নিখরচায় কোর্স করার সুযোগ দেওয়া হয়। কোর্স শেষে সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। ফলে অনেকেই এই সুযোগ নিয়ে নিজের ইচ্ছে পূরণ করতে পারেন।

● **সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং:** অ্যালিসন, উদেমি এই কোর্স করাচ্ছে। ঘরে বসেই আপনি আপনার সাধ মেটাতে পারবেন।

● **গ্রাফিক ডিজাইন:** এই বিষয়ে

অনলাইনে কোর্স করাচ্ছে উদেমি, অ্যাডব নো হাউ, অ্যালিসন।

● **রাইটিং ফর ওয়েব মিডিয়া:** ওয়েব মিডিয়ায় কীভাবে আপনি লিখবেন সেই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে হলে ওপেন টু স্টাডি, উদেমি, এমআইটি একদম নিখরচায় আপনাকে এই কোর্স করার সুযোগ দিচ্ছে।

● **বিদেশি ভাষা শিক্ষা:** অনেকেরই বিদেশি ভাষা শেখার ইচ্ছে থাকে। বিদেশি ভাষা জানলে আপনারও অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। কোনও প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এই ভাষা শেখার সময় যদি আপনার নাও হয়, তাহলেও কোনও চিন্তা নেই, আপনি ঘরে বসেই এই ভাষা শিখতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে খোঁজ নিতে হবে অ্যালিসন, চাইনিজ ও মান্দারিন, ইউডি এক্স, স্প্যানিশ, এমটিআই, জার্মান ভাষা-ডেচাস-লারনেন.কম, ইতালিয়ান-বিবিসি সাইটগুলোতে।

● **প্রোগ্রামিং:** এই বিষয়ে আপনাকে একদম নিখরচায় পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ইডি-এক্স, এমটিআই।

● **অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট:** এই নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন উডাসিটি, অ্যালিসন ও উদেমিতে।

● **হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট:** অ্যালিসন, ওপেন টু স্টাডি, এমটিআই থেকে এই কোর্স করার সুযোগ রয়েছে।

● **ফিল্ম মেকিং ও অ্যানিমেশন:** বর্তমান সময়ে ফিল্ম মেকিং ও অ্যানিমেশন শিখতে নতুন প্রজন্ম বেশ আগ্রহী। অনলাইনে এই কোর্স করার সুযোগ দিচ্ছে ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহাম, ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন স্কুল।

● **সাইবার সিকিউরিটি:** সাইবার ক্রাইম নিয়ে এখন অনেক খবর সংবাদ শিরোনামে আসে। এই বিষয়ে কোর্স করাচ্ছে দ্য ওপেন ইউনিভার্সিটি।

● **ইন্ট্যারন্যাশনাল ফ্র্যাঞ্চাইজি ল:** এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার আগ্রহ থাকলে যোগাযোগ করতে পারেন ফিউচার লার্ন-এ।

● **নিউট্রিশন ও ওয়েলবিং:** এই বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ আপনার হাতের কাছে এনে দিচ্ছে অ্যালিসন ও ইডিএক্স।

প্রথম পাতার পর

সফল কেরিয়ার গড়তে লড়াইটা জরুরি

আপনি পরবর্তী পর্যায়ে বড় কোনও কোম্পানিতে কাজ করতে পারেন।

আসলে লক্ষ্য স্থির করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথটা নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে। সেইসঙ্গে নিজের প্রতি যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। শুধু আপনার নিজের মধ্যে দরকার একটু প্রচেষ্টার। তবে লক্ষ্য পূরণ তো অতি সহজে হয় না। তার জন্য আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে। আর এই নয় যে চাকরির ইন্টারভিউয়ের পরীক্ষা দিয়ে আপনি চাকরি পেয়ে গেলেন, তো আপনাকে আর পরিশ্রম করতে হবে না। এমনটা নয়। পরিশ্রমকে চিরকালের জন্য আপনার সঙ্গী করে নিন। কারণ একটি লক্ষ্য পূরণের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পরবর্তী লক্ষ্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। তাই নিজেকে সেইভাবে প্রস্তুত করুন। আর প্রস্তুতি মানেই আপনার মনের ভিতরে লড়াইটা জারি রয়েছে। সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাহলে সফল কেরিয়ার গড়ে তুলতে আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

হয়ে উঠুন একজন সফল টিমলিডার

কাজের মধ্যে নিজের নিজের গুরুত্ব খুঁজে পেলে টিম লিডারকে কাউকে দিয়ে আর কাজ করিয়ে নিতে হবে না। যে যার কাজ নিজেই করবে। এর জন্য দরকার টিম লিডারের নিজের কাছে নিজের কাজ ও পরিকল্পনা স্পষ্ট হওয়া। আপনার কাছে যদি আপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট থাকে তাহলে আপনাকে সেইমতো সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে। সেক্ষত্রে আপনার দলের অন্যান্য প্রতিনিধি বেছে নেওয়া, কাজের পদ্ধতি ঠিক করা, কাজ শেষের সময় নির্ধারণ করা, সবার মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া, সঠিক ট্রেনিং দেওয়া সবই আপনাকে বিচক্ষণতার সঙ্গে করতে হবে। আর একবার এই সব বিষয়গুলো স্থির করে ফেললে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন না। কারণ প্রয়োজনে একে বদলাতে হতেও পারে।

অনেক সময়ে দল আর লিডার একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আপনি হয়তো ভাবেন আপনার সিক্রেট আপনাকে বড় করবে তাই আপনি সবার সামনে মুখ খুলে বলতে চান না। কিন্তু মনে রাখবেন আপনার মতো আর সবারও কিছু না কিছু সাফল্যের মন্ত্র রয়েছে। 'সবাই মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ' যদি আপনার মন্ত্র হয় তাহলে সবাই মন খুলে আপনাকে সব রকমের সহযোগিতাই করবে। একাত্মিকতাই প্রতিদ্বন্দ্বী চিনতে, তাদের স্ট্র্যাটেজি, তাদের টার্গেট আর তাদের দুর্বলতা বুঝে নিজেদের তৈরি করতে সাহায্য করবে।

টিম লিডারের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল দলের প্রত্যেকেরই বিশেষ যোগ্যতা, যেমন কারওর যোগাযোগ অনেক, কারওর বিষয়ের উপর জ্ঞান অনেক বেশি, আবার কেউ যে কোনও রকম বিপদ বা প্রতিকূল অবস্থার খুব ভালো মোকাবিলা করতে পারে। আবার অনেকে অন্যের প্রতিভা খুঁজে সেই প্রতিভাকে সকলের সামনে নিয়েও আসতে পারে।

সৎ ও আন্তরিক প্রশংসা যে কোনও মানুষকে তার কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তাই আপনি লিডার বলে নাক উঁচু করে থাকলে হবে না। খুব ছোট সাফল্যকেও প্রশংসিত করতে হবে। আর দলের যে কোনও রকম সাফল্যকে সবার মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। তবেই লিডার হয়েও আপনি সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারবেন।

আপনি কী চান আপনি জানেন। কিন্তু তা পেতে গেলে আপনাকে নিজেকে তা করে দেখাতে হবে। যৌথভাবে কোনও কাজ করতে গেলে নির্দেশে কাজ হয় না। আপনাকে নিজেকেই দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে। তবে অন্যরা তা অনুসরণ করবে। তাই যেটা আপনি চাইছেন তা নিজে করা শুরু করতে দেরি না করাই ভালো। একইসঙ্গে ভালো শ্রোতা হতে হবে। টিমে সবার কথা বলার, মতামত দেওয়ার অধিকার যেন থাকে তা সুনিশ্চিত করুন।

কেরিয়ার গ্রুমিং

ছোট ব্যবসা করেই স্বনির্ভর হোন

ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরি

মাসকাবারি বাজারে নুন, চিনি, চাল, আটার মতো গুঁড়ো সাবান বা ডিটারজেন্ট কেকও প্রত্যেকটি সংসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ খাওয়া-দাওয়ার মতো জামাকাপড় কাচাটাও জরুরি। তাই সারাবছরই কাপড় কাচার সাবানের চাহিদা থাকে। তাই একটি নির্দিষ্ট মেশিনের সাহায্যে নির্দিষ্ট ফর্মুলা অনুযায়ী ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরি করে প্যাকেটে ভরে বাজারে বিক্রি করতে পারেন। আবার এই পাউডারকে নির্দিষ্ট মেশিনের সাহায্যে ডিটারজেন্ট কেক বানিয়েও বাজারজাত করতে পারেন।

কীভাবে করবেন: ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরি করতে হলে নির্দিষ্ট কেমিক্যাল পরিমাণ মতো মিক্সিং মেশিনে দিলে ১০ মিনিটের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে মিশে যাবে। এরপর মেশিন থেকে ওই ডিটারজেন্ট বের করে প্রথমে শুকিয়ে নিতে হবে। এবার সেই পাউডার প্যাকেটে ভরে বাজারে বিক্রি করতে পারেন। আবার এই ডিটারজেন্ট পাউডার ওই নির্দিষ্ট মেশিনের হপারে দিয়ে মেশিন চালু করলে সামনের ডাইস দিয়ে ডিটারজেন্ট কেক নির্দিষ্ট সাইজ অনুযায়ী বারের আকারে কাটিং হয়ে বেরিয়ে আসবে। এবার তার ওপরে মোম কাগজের র‍্যাপার লাগিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারেন। এক্ষেত্রে যে-দুটি মেশিন লাগছে তা হল মিক্সিং মেশিন ও প্লডার মেশিন। মিক্সিং মেশিন ও প্লডার মেশিন উভয়ক্ষেত্রেই মোটর লাগবে ২ হর্স পাওয়ার করে। বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ ভোল্ট।

কোন মেশিনের কী দাম: মোটর ছাড়া ঘণ্টায় ২০০ কেজি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ফাইবার কোডেড মিক্সিং মেশিনের দাম পড়বে ৬০ হাজার টাকা। ঘণ্টায় ৪০ কেজি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন প্লডার মেশিনের দাম পড়বে ৬৫ হাজার টাকা।

ধূপকাঠি তৈরি

ধূপকাঠি আমাদের জীবনে অপরিহার্য। যে কোনও পুজো-পার্বণে, শুভ কাজে ধূপকাঠি প্রয়োজন হয়। বাড়িতে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখলে পুরো পরিবেশটাই পালটে যায়। প্রতিদিনের পুজোর ডালিতে ধূপকাঠি রাখা হয়। এই কারণে প্রায় সারাবছরই ধূপকাঠির চাহিদা তুঙ্গে। চাহিদার কথা মাথায় রেখে ধূপকাঠি তৈরি করে প্যাকেটে ভরে বাজারে বিক্রি করতে পারেন। এটি একটি লাভজনক ব্যবসা। অর্ডার অনুযায়ী আপনি এটি সাপ্লাই করতে পারেন।

কীভাবে শুরু করবেন: প্রথমে কলকাতার বড় বাজারের ধূপপট্টি থেকে ধূপকাঠি তৈরির বিভিন্ন উপকরণ কিনে আনতে হবে। এরপর জিকেট ও কাঠ-কয়লার কালি জল দিয়ে মেখে মণ্ড তৈরি করে নিতে হবে। এবার মেশিনের ওপর দিকে ডানপাশে থাকা পিস্টনটি ওপরে উঠে আসবে। এবার ওই মাথা মণ্ডটি (১ কেজি) সিলিন্ডারের মধ্যে দিয়ে দিন এবং র‍্যাচেটি ঘুরিয়ে পিস্টনটিকে আবার সিলিন্ডারের মধ্যে নামিয়ে নিন। এবার থাকা প্যাডেলটি আস্তে আস্তে পা দিয়ে চাপ দিতে থাকুন। এর ফলে পিস্টনটি মশলার ওপর নেমে গিয়ে সিলিন্ডারটিকে বায়ুনিরোধক করে দেবে। এবার ডাইসের ছিদ্রের মধ্যে সঠিক মাপযুক্ত বাঁশকাঠি ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবার প্যাডেলে পা দিয়ে চাপ দিলে ডাইসের বিপরীত দিক থেকে বাঁশকাঠিতে মশলা লেগে বেরিয়ে আসবে। এই মেশিনটি চালাতে কোনও বিদ্যুৎ লাগবে না। এই মেশিনটিতে ধূপকাঠির উৎপাদন নির্ভর করে কর্মীর দক্ষতার ওপর। মোটামুটিভাবে বলা যায় এই মেশিনে মিনিটে ৪০-৬০টি ধূপকাঠি তৈরি করা সম্ভব।

কোন মেশিনের কী দাম: প্যাডেলটি ধূপকাঠিতে তৈরির এই মেশিনটির দাম পড়বে ২০,০০০ টাকা। এই মেশিনটিই সেমি-অটোম্যাটিক হলে তার দাম পড়বে ৮০,০০০ টাকা।

মেশিন কোথায় পাবেন: মেশিন পাবেন এই ঠিকানায়: Bharat Machine Tools Industries, 61 Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700013. Ph: 2236-8015, 9432422086, Email: bharatmachinetools1@rediffmail.com

অবসরের পরেও থাকুন ফূর্তিতে

আটের পাতার পর

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে চাকুরীজীবীদের পরিকল্পনা অন্যান্য দেশের চাকুরীজীবী মানুষের থেকে অনেক কম। একটি সমীক্ষাতেই উঠে এসেছে এই ধরনের তথ্য। সেখানে বলা হচ্ছে সারা পৃথিবীর মোট ২৫টি দেশের মধ্যে ভারত সব থেকে পিছনে পড়ে আছে।

তাই বলব চাকরি করতে আপনি বিকল্প কাজের কথাও ভাবতে পারেন। তা হলে সেদিক থেকে টাকা রোজগার হলে আপনি আরও বেশি রোজগার করতে পারবেন। আপনার বিকল্প আয় থাকলে অনেক সময় অবসর গ্রহণের পর আপনাকে চাকরি ক্ষেত্রে সেটি নির্ভরতা জোগাবে। এবং আপনি মোটের ওপর নিশ্চিতে থাকতে পারবেন।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০১৭

পেশা যখন ট্যাক্স কনসালট্যান্ট

পণ্য ও কর পরিষেবায় কাজের ক্ষেত্র অনেক। যেমন: ভোগ্যপণ্য, অটোমোবাইল, ব্যাংকিং-আর্থিক পরিষেবা, টেলিকমিউনিকেশন, ফার্মাসিউটিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি সহায়ক শিল্প, ই-কমার্স, লজিস্টিক, গণমাধ্যম, বিনোদন ও সিমেন্ট শিল্প। এখানে পেশাদারি ক্ষেত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজের সুযোগ ট্যাক্স পেয়ারার বা ট্যাক্স রিটার্নার বা ট্যাক্স কনসালটেন্সি পেশার। সরলভাবে বলতে গেলে এই পেশাদারি পদের নাম কর পরামর্শদাতা। কর পরিকল্পনার বিষয়ে আয়করদাতাকে সাহায্য ও সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন একজন কর পরামর্শদাতা বা ট্যাক্স কনসালট্যান্ট।

কর পরিষেবায় পেশাদারদের সব ধরনের কর বিষয়ে কাজ করতে হয়। এজন্য একজন পেশাদারকে সচেতন থাকতে হবে জিএসটি আইন, এক্সাইজ ডিউটি, ভ্যাট, আয়কর, নতুন কোম্পানি আইন, PAN, TAN, বিএসই রিটার্ন, প্রোভিডেন্ট ফান্ড ও ইএসআই আইন সম্পর্কে। কর দেওয়া এখন অনলাইনে হওয়ায় পেশাদারদের ই-ফাইলিংয়ে যথেষ্ট দক্ষতা থাকতে হবে।

দক্ষতা অনুসারে পেশাদারদের চাকরির সুযোগ আছে এইসব জায়গায়: সরকারি সংস্থা, কর্পোরেট সংস্থা, ছোট ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সংস্থা, আমদানি-রপ্তানি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খুচরো বিপণন সংস্থা, সংবাদমাধ্যম, কোম্পানি আইনে রিটার্ন ফাইলিং হয় এমন সংস্থায়, বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং সংস্থা, নলেজ প্রোসেস আউটসোর্সিং সংস্থা, পরিবহন সংস্থায়।

কিন্তু কর উপদেষ্টা হিসাবে স্বাধীনভাবে পেশাগত কাজ করা সবচেয়ে লাভজনক, পেশাদারি কাজের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় পেশাদারি দক্ষতাকে।

যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা কর পরিষেবায় আসতে পারেন। বাণিজ্য বা অর্থনীতির ছাত্র-ছাত্রী হলে ভালো হয়। তবে কর পরিষেবার বিষয়টি ফলিতবিদ্যা হওয়ায় শুধু আইনের ব্যবহার জানলেই হয় না, জানতে হয় আইনের প্রয়োগ। হাতে-কলমে কাজ না করলে এই কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য কর-সংক্রান্ত বিষয়ে ট্রেনিং নেওয়া জরুরি। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বা বিভিন্ন পেশাদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর-সংক্রান্ত বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হয়। এই পেশায় আসার জন্য ওইসব কোর্স করা যেতে পারে। এছাড়াও ভ্যাট, ইনকাম ট্যাক্স ও সেলস রিটার্ন তৈরির জন্য পেশাদার হিসাবে কাজ করতে লাইসেন্স নিতে পারেন। এছাড়া আগ্রহীরা ফেসিলিটেটর হিসাবেও কাজ করতে পারেন। পণ্য পরিষেবায় পেশাদার হিসাবেও কাজ করতে হলে আইন সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জানতে হবে।

পেশাদার হিসাবে কাজ করতে চাইলে যা যা করতে হবে: নিজের নামে পরিচয়পত্র ছাপাতে হবে, ছোটখাটো অফিস করতে হবে, বন্ধু-বান্ধব পরিচিতজনদের কাছে নিজের কথা জানাতে হবে, দৈনিক সংবাদপত্রে ব্যক্তিগত কলামে বিজ্ঞাপন দিতে হবে, নিয়মিত কর ও অর্থ-সংক্রান্ত বই ও পত্রপত্রিকা পড়ে নিজেকে আপডেট রাখতে হবে। এই পেশায় সফল হতে চাইলে কম্পিউটারে স্যাপ, ইআরপি প্যাকেজ জানতে হবে।

কর পরিষেবার পেশাদারি কোর্স কোথায় পড়ানো হয়:

১) সার্টিফিকেট ইন অ্যাকাউন্টিং টেকনিশিয়ান: কোর্সটি পরিচালনা করে ডিরেক্টরেট অব অ্যাকাউন্টিং টেকনিশিয়ান। ভর্তির জন্য যোগ্যতা দরকার: এন্ট্রি লেভেল পার্ট ওয়ানে ভর্তির ক্ষেত্রে অন্তত উচ্চমাধ্যমিক পাস। এমনকী যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও যোগ্য। কম্পিটেন্সি লেভেলে পার্ট টু-এর ক্ষেত্রে যোগ্যতা দরকার ডিগ্রি কোর্স পাস বা, CAT-এর এন্ট্রি লেভেল বা ICWAI কোর্স পাস। মেয়াদ ১বছর। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে হবে: ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল, ৮৪ হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৫।

২) কম্পিউটারাইজড ফিনানসিয়াল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ই-ফাইলিং: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিগৃহীত ওয়েবেল ইনফরমেটিক্স লিমিটেড ও এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে এই কোর্স পড়ানো হয়। ভর্তির জন্য যোগ্যতা দরকার যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাস। সঙ্গে কম্পিউটারের বেসিক জ্ঞান। মেয়াদ: ৩ মাস। ভর্তির জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

ক) এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (EDI), আইবি-১৯৪, সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০১০৬, খ) ওয়েবেল ইনফরমেটিক্স লিমিটেড, ২২৫এফ, এজিসি বোস রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা-২০।

৩) নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত: ১ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ট্যাক্সেশন কোর্স পড়ানো হয়। ভর্তির জন্য যোগ্যতা দরকার যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট/এলএলবি/সিএ/সিডব্লুএ কোর্স পাস। পড়ানো হয় এইসব কেন্দ্রে: ক) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, ৮৩, হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। খ) অঞ্জলি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর। গ) শান্তিদেবী বিদ্যানিকেতন, পলাশি, নদিয়া। ঘ) রাণীগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব ইনস্পিরেশন অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট ফর লাইভলিহুড জেনারেশন, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। ঙ) এসিই বিজনেস সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৮৬ ডি, ড. সুরেশ সরকার রোড, মৌলালি, কলকাতা-১৪।

৪) অ্যাকাউন্টিং উইথ ম্যানেজমেন্ট: ভর্তির জন্য যোগ্যতা দরকার উচ্চমাধ্যমিক পাস বা গ্র্যাজুয়েট। মেয়াদ: ৩ মাস। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: নরেন্দ্রপুর সোসাইটি অব কম্পিউটার, আব্দুল কাদের ম্যানসন, শপ নং-৭, নরেন্দ্রপুর মেইন গেট, কলকাতা-৭০০১০৩।

এছাড়াও অ্যাকাউন্টস ও ট্যাক্সেশনের পেশাদার কোর্স পড়ানো হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, নেতাজিনগর সান্ধ্য কলেজ ও দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজে। এছাড়া বেঙ্গল ট্যাক্স কাউন্সিল, ১২ আনন্দ পালিত রোড, কলকাতা-১৪।

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান,
সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য
'target@কেরিয়ার'-এ আপনারা কী কী চান

jugasankha.suppli@gmail.com

target@কেরিয়ার

আপনার সফল কেরিয়ারের
চাবিকাঠি হয়ে উঠুক

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০১৭

নেভিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে অফিসার নিয়োগ নৌবাহিনিতে

প্রশিক্ষণ দিয়ে এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চ ও টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চে অফিসার পদে অবিবাহিত তরুণ-তরুণী নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী। নিয়োগ হবে পার্মানেন্ট কমিশন (এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চে-জিএস) এবং শর্ট সার্ভিস কমিশনে (এগজিকিউটিভ ও টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চ)। নিয়োগ হবে ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমি, এঝিমালা, কেরালায়। জুন, ২০১৮-তে কোর্স করিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে। শুধুমাত্র এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চের এয়ার ট্রাফিক, কন্ট্রোলার পদের জন্য এবং টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চের ন্যাভাল আর্কিটেকচার পদের জন্য মহিলা ও পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন। বাকি সব পদ পুরুষদের জন্য।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিই/ বিটেক ডিগ্রি কোর্সের চূড়ান্ত বর্ষে পাঠরত হতে হবে। চূড়ান্ত বর্ষ পর্যন্ত ৬০% নম্বর পেতে হবে।

বেতন: র‍্যাংক অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে। শুরুতে সাব-লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে লেভেল ১০ অনুযায়ী মূল বেতনক্রম ৫৬,১০০-১,১০,৭০০ টাকা। সঙ্গে ১৫,৫০০ টাকার মিলিটারি সার্ভিস পে। লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে লেভেল ১০বি অনুযায়ী মূল বেতনক্রম ৬১,৩০০-১,২০,৯০০ টাকা। সঙ্গে ১৫,৫০০ টাকার মিলিটারি সার্ভিস পে। লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার র‍্যাংকে পদোন্নতি হলে লেভেল ১১ অনুযায়ী মূল বেতনক্রম ৬৯,৪০০-১,৩৬,৯০০ টাকা। সঙ্গে ১৫,৫০০ টাকার মিলিটারি সার্ভিস পে। কম্যান্ডার র‍্যাংকে লেভেল ১২-এ অনুযায়ী মূল বেতনক্রম ১,২১,২০০-২,১২,৪০০ টাকা। সঙ্গে ১৫,৫০০ টাকার মিলিটারি সার্ভিস পে।

বয়স: সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্মতারিখ ২ জুলাই, ১৯৯৪ থেকে ১ জুলাই ১৯৯৯ তারিখের মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: সব পদের জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম উচ্চতা দরকার ১৫৭ সেন্টিমিটার, মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেন্টিমিটার। উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন থাকতে হবে। এগজিকিউটিভ (জিএস) পদের জন্য দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ৬/১২ ও ৬/১২, চশমা পরে ৬/৬ ও ৬/৬। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার পদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে ৬/৬ ও ৬/৯। ইলেকট্রিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চের জন্য দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ৬/২৪ ও ৬/২৪, চশমা সহ ৬/৬ ও ৬/৬। প্রার্থীদের অবিবাহিত হতে হবে। সব প্রার্থীদের ডাক্তারি পরীক্ষা হবে নেভির মেডিকেল বিভাগের নিয়মানুযায়ী। ট্রেনিং চলাকালীনও বিয়ে করা চলবে না।

যোগ্য প্রার্থীদের প্রথমে ন্যাভাল ক্যাম্পাস সিলেকশন ইন্টারভিউয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ে বাছাই প্রার্থীদের এসএসবি ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। এসএসবি ইন্টারভিউ হবে বেঙ্গালুরু, ভোপাল, কোয়েম্বাটোর ও বিশাখাপত্তনমে ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে এপ্রিল ২০১৮-এর মধ্যে। পাঁচদিন ধরে ন্যাভাল ক্যাম্পাস সিলেকশন ইন্টারভিউ চলবে, সেইমতো প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে। প্রথমে স্টেজ-১ প্রথমদিন এবং তাতে সফল হলে স্টেজ-২ চারদিন। ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ও ডিসকাশনের মাধ্যমে স্টেজ-১-এর প্রার্থী বাছাই হবে। এই পর্বে উত্তীর্ণ না হলে প্রার্থীকে সেই দিনই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্টিং ও গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে স্টেজ-২-এর প্রার্থী বাছাই হবে। পাইলট পদের ক্ষেত্রে পাইলট অ্যাপটিটিউড ব্যাটারি টেস্ট নেওয়া হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হলে নিয়োগ। শর্ট সার্ভিস কমিশনে ১৪ বছর পর্যন্ত চাকরি করা যায় তবে প্রথমে ১০ বছরের জন্য নিয়োগ হবে। পরবর্তী পর্যায়ে নানা দিক বিচার করে মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে। চাকরির শুরুতে দু'বছর প্রোবেশন পিরিয়ডে থাকতে হবে। সবাইকেই প্রথমে সাব-লেফটেন্যান্ট অফিসার র‍্যাংকে কেরালার এঝিমালায় ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিংয়ে সফল হলে উইংসসহ নিযুক্ত হবেন। অবজারভারের ক্ষেত্রে সবাইকেই প্রথমে সাব-লেফটেন্যান্ট অফিসার র‍্যাংকে ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমির ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিংয়ে সফল হলে উইংস সহ অবজারভার হিসাবে নিয়োগ করা হবে। ২২ সপ্তাহের ট্রেনিং শুরু হবে জুন ২০১৮ থেকে।

আবেদন করতে হবে অনলাইনে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে এই ওয়েবসাইটে: www.joinindiannavy.gov.in ওয়েবসাইটের হোম পেজে Apply Online Officer Entry বাটনে ক্লিক করতে হবে। পরে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। প্রার্থীর নিজের ই-মেল আইডি ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। ফর্ম ফিলআপ হয়ে গেলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে। অনলাইনে ফর্ম জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন নম্বর দেওয়া ফর্ম ডাউনলোড করে দু'কপি প্রিন্টআউট নিতে হবে। এক কপি ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় সই করে তা ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের সময় জমা করতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে মাধ্যমিক থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিটের জেরক্স কপি। আর এক কপি নিজের কাছে রাখবেন, পরে কাজে লাগবে। খুঁটিনাটি আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

১৩টি ব্যাংকে ৩২৪৭ প্রোবেশনারি অফিসার নিয়োগ

দেশের ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ৩২৪৭ জন প্রোবেশনারি অফিসার ও ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা কমন রিক্রুটমেন্ট প্রোসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব প্রোবেশনারি অফিসার্স/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিজ ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশনস নেওয়া হবে চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৭, ৮, ১৪ ও ১৫ অক্টোবর এবং মেইন পরীক্ষা হবে ২৬ নভেম্বর। পরীক্ষা নেবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে প্রোবেশনারি অফিসার/ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ১০টি ব্যাংকের যে কোনওটিতে যোগ দিতে চাইলে আগে এই পরীক্ষায় সফল হতে হবে। অনলাইন পরীক্ষায় সফলদের একটি স্কোরকার্ড দেবে আইবিপিএস। ৩১-৩-২০১৯ পর্যন্ত এই স্কোরকার্ড বৈধ থাকবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলি প্রয়োজন অনুসারে এই স্কোরকার্ডধারীদের মধ্যে থেকেই গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে।

ব্যাংক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস:

এলাহাবাদ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ৪৪৭টি। (সাধারণ ২২৩, তফসিলি জাতি ৭৫, তফসিলি উপজাতি ৩১, ওবিসি ১১৮)। এর মধ্যে ১৩টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৭টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

অন্ধ্র ব্যাংক: মোট শূন্যপদ: ২০০টি (সাধারণ ১০৪, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৩)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৪টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ: ২০০ টি (সাধারণ ১০৪, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৩)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি এবং দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কানাড়া ব্যাংক: মোট শূন্যপদ: ৯০০টি (সাধারণ ৫৩২, তফসিলি জাতি ১২৮, তফসিলি উপজাতি ৬২, ওবিসি ১৭৮)। এর মধ্যে ১৩টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২৬টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১০টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ: ২০০টি (সাধারণ ১০৪, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৩)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি এবং দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অব কমার্স: মোট শূন্যপদ ৩০০টি (সাধারণ ১৫২, তফসিলি জাতি ৪৫, তফসিলি উপজাতি ২২, ওবিসি ৮১)। এর মধ্যে ৫টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ৪০০টি (সাধারণ ২০২, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ৩০, ওবিসি ১০৮)। এর মধ্যে ৪টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ১০০টি। (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৭)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি এবং দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইউনিয়ন ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ: ৪০০টি (সাধারণ ২০২, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ৩০, ওবিসি ১০৮)। এর মধ্যে ৪টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৭টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ: ১০০টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৭)। এর মধ্যে ৫ টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল। বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

অনলাইন পরীক্ষা হবে দুটি পর্যায়ে। প্রিলিমিনারি ও মেইন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে— ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং এবিলিটি। মোট সময়সীমা ১ ঘণ্টা। এই পরীক্ষায় পাস করলে মেইন পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন। পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: রিজনিং, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, ব্যাংকিং শিল্পসহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কম্পিউটার নলেজ। মোট সময়সীমা ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট। অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য অতিরিক্ত এক-চতুর্থাংশ নম্বর কাটা যাবে।

পরীক্ষা হবে দেশ জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গের (স্টেট কোড ৪৬) পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী ও বহরমপুর। তফসিলি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য প্রাক্-পরীক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ২৬ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ibps. in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রস্তুত রাখবেন: স্ক্যান করা ফোটোগ্রাফ। পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো স্ক্যান করিয়ে নিতে হবে। ফোটোর ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা বা সাদা রঙের হতে হবে। স্ক্যান করা ফোটোর ডাইমেনশন হতে হবে ২০০x২৩০ পিক্সেল। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০ কেবি থেকে ৫০ কেবির মধ্যে। প্রার্থীর স্ক্যান করা সই। সাদা কাগজের ওপর কালো কালির পেন দিয়ে সই করার পরে সেটি স্ক্যান করিয়ে নিতে হবে। স্ক্যান করা সইয়ের ডাইমেনশন হতে হবে ১৪০x৬০ পিক্সেল। ফাইল সাইজ হতে হবে ১০ কেবি থেকে ২০ কেবির মধ্যে।

ফোটো ও সই স্ক্যান করার পরে অনলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় আপলোড করতে হবে। পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন ওপরের ওয়েবসাইটে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এই প্রিন্টআউট কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

পরীক্ষার ফি-বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। বিস্তারিত আরও জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.ibps.in.

প্রতি সপ্তাহে অসংখ্য চাকরির খোঁজখবর 'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এর পাতায়

ইসরোয় ৩১৩ ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের মহাকাশ দফতরের অধীন ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ও আপার ডিভিশন ক্লার্ক পদে ৩১৩ জন লোক নিচ্ছে।

আর্টস, কমার্স, ম্যানেজমেন্ট, সায়েন্স বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিগ্রি কোর্স পাসরা প্রথম শ্রেণির নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। প্রার্থীর কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। বেসিক পে ২৫,৫০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: ISRO HQ:ICRB:03: 2017 dated 11.07.2017

শূন্যপদ: ইসরো সেন্টারে অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে (পোস্ট নং: ১) আহমেদাবাদে ২০টি (সাধারণ ১২, ওবিসি ৫, তফসিলি জাতি)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মী ২, বধির প্রতিবন্ধী ১। বেঙ্গালুরুতে ৯৭টি। সাধারণ ৫২, ওবিসি ২৮, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৫। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মী ১৪, প্রতিবন্ধী ৫। হায়দরাবাদে ২৭টি। সাধারণ ১৪, ওবিসি ৬, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ১। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, প্রতিবন্ধী ১। নিউ দিল্লি ৪টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ১। শ্রীহরিকোটায় ৩৫টি। সাধারণ ১৭, ওবিসি ১০, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৪। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মী ৬, প্রতিবন্ধী ১। তিরুবনন্তপুরমে ৮৯টি। সাধারণ ৫২, ওবিসি ২৫, তফসিলি জাতি ১২। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মী ৯, প্রতিবন্ধী ১।

ডিপার্টমেন্ট অব স্পেসে আপার ডিভিশন ক্লার্কে (পোস্ট নং: ২) বেঙ্গালুরুতে ২টি। তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১।

অটোনোমাস ইনস্টিটিউশন/সেন্ট্রাল পিএসইউ (ডিপার্টমেন্ট অব স্পেসে) অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে (পোস্ট নং:৩) আহমেদাবাদে ১৬টি। সাধারণ ৮, ওবিসি ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৩। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মী ১। বেঙ্গালুরুতে ৭টি। সাধারণ ৪, ওবিসি ২, তফসিলি জাতি ১। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মী ১। হায়দরাবাদ ১টি (সাধারণ)। নিউ দিল্লি ১৪টি। সাধারণ ৭, ওবিসি ৪, তফসিলি জাতি ৩। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মী ২, প্রতিবন্ধী ১। তিরুবন্তপুরমে ১টি (সাধারণ)।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১৫ অক্টোবর, কলকাতা, গুয়াহাটি, আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, নয়া দিল্লি, চেন্নাই, তিরুবনন্তপুরমে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ ও ডেসক্রিপটিভ টাইপের। সফল হলে এর পর ইন্টারভিউ ও স্কিল টেস্ট হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.isro.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর ফোটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এবার পরীক্ষার ফি-বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা দেবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ১ আগস্টের মধ্যে। তফসিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও মহিলাদের ফি লাগবে না। আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

রাজ্য সরকারে ২৯ অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজার ও নার্সিং টিউটর

অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজার এবং নার্সিং টিউটর পদে ২৯ জন কর্মী নেবে রাজ্য সরকার। নিয়োগ করা হবে যথাক্রমে হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স দফতরের ইলেকশন ব্রাঞ্চ এবং শ্রম দফতরের অধীনস্থ ইএসআই-এর নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। প্রার্থী বাছাই করবে রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ১৮/২০১৭।

শূন্যপদের বিবরণ: অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজার (গ্রুপ-এ): ২৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি-বি ৪, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্সে বিএসসি বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা বা যে কোনও বিষয়ে বিএসসি, সঙ্গে ডোয়েক 'এ' লেভেল বা সমতুল কোর্স পাস। সঙ্গে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-সংক্রান্ত কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি বাংলা এবং ইংরেজিতে বলতে এবং লিখতে জানতে হবে।

টিউটর: ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-বি ১) শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা বিএসসি নার্সিং (পোস্ট-বেসিক/বেসিক) বা নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ডিপ্লোমা বা পাবলিক হেলথ নার্সিং বা সমতুল বিষয়ে পোস্ট-বেসিক কোর্স পাস। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় বলতে এবং লিখতে জানা বাধ্যতামূলক।

বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখে ৩৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে ৪,৪০০ টাকা এবং টিউটর পদের ক্ষেত্রে ৪,৭০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.pscwbonline.gov.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ আগস্ট। প্রার্থীকে প্রথমে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো ও সই আপলোড করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের পর ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। যাঁরা আগে একবার রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তাঁরা পুরনো ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের সাহায্যেই অনলাইন দরখাস্ত করতে পারবেন।

ফি-বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইনে অথবা অফলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৫ টাকা দিতে হবে। অন্যথায় চালানের মাধ্যমে নগদে ফি জমা দিতে পারেন ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। সেক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ২০ টাকা দিতে হবে। চালানের প্রিন্টআউট নেবেন ওপরের ওয়েবসাইট থেকে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৪ আগস্ট। তবে চালানের প্রিন্টআউট নেওয়ার শেষ তারিখ ৩ আগস্ট।

বিস্তারিত আরও তথ্য জানার জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

পিএসসি-র মাধ্যমে ২৪ অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ

পশ্চিমবঙ্গের হোম ও হিল অ্যাফেয়ার্স বিভাগ 'অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজার' পদে ২৪ জন লোক নিচ্ছে। কম্পিউটার সায়েন্সের বিএসসি কোর্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা বা, বিএসসি কোর্স পাসরা ডোয়েক থেকে 'এ' লেভেল কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। কোনও সরকারি বা বেসরকারি নামী প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি লিখতে ও বলতে পারা দরকার।

বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩৬ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন।

শূন্যপদ: ২৪টি। সাধারণ ১, ওবিসি-বি ক্যাটেগরি ৪, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ৪, প্রতিবন্ধী ২। সিরিয়াল নং: ৫। এই পদের বিজ্ঞপ্ত নং ১৮/২০১৭।

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। প্রথমে স্ক্রিনিং টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষা হবে। সফল হলে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে ৩ আগস্ট পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.pscwbonline.gov.in এর জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিতে হবে।

প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে One Time Registration-এ ক্লিক করতে হবে। তখন একটি ফর্ম পাবেন। ওই ফর্মের সব কলাম ঠিকভাবে পূরণ করবেন। এবার Register Button-এ ক্লিক করলে পরের পেজে যেতে পারবেন। তখন যে সব তথ্য দিয়ে ফর্ম পূরণ করেছেন, সেগুলি পাবেন এবং তা ডাউনলোড করে নেবেন। সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম একবারই ডাউনলোড করতে পারবেন। ফর্ম ডাউনলোড করার সময় Back Button-এ ক্লিক করলে ওই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি আবার মডিফাই করতে পারবেন। কিন্তু Confirm Button-এ ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এই আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রার্থীর নিজস্ব ই-মেল আইডিতেও পাবেন। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কোনও পরীক্ষার জন্য অনলাইনে One Time Registration করা থাকলে নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। সেক্ষেত্রে তাঁদের বেলায় শুধুমাত্র পরীক্ষা ফি দিলেই হবে।

যাঁরা প্রথম One Time Registration করে আইডি ও পাসওয়ার্ড পেয়েছেন, তাঁরা আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে Log in-এ গিয়ে ক্লিক করলেই ৬টি ট্যাব পাবেন। এবার স্ক্যান করা ফোটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। তখন Submit করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফি-বাবদ ১৬০ টাকা (তফসিলি ও প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না) দিতে হবে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড কিংবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। এছাড়াও টাকা অফলাইনে দিতে পারবেন ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার চালানে। টাকা জমা দিতে পারবেন ৪ আগস্টের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

- naukri.com, monster.com
- timesjobs.com
- shine.com
- placementIndia.com
- careerage.com
- jobstreet.co.in
- jobsDB.com
- jobisjob.com
- sarkarinaukricom.com

৫
target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০১৭
যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর), বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০১৭

কলকাতা পুরনিগমে ক্লার্ক ও ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ

কলকাতা পুরনিগমে কাজের জন্য ডেপুটি ম্যানেজার ও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে কাজের জন্য কিছু ছেলেমেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ডেপুটি ম্যানেজার: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স, অর্থনীতি বা অপারেশন রিসার্চের বিএসসি কোর্স পাসরা মোট ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে ও কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৬০% নম্বর পেয়ে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। মোট ৫০% নম্বর পেয়ে কম্পিউটার সায়েন্সের এমএসসি কোর্স পাসরাও আবেদনের যোগ্য। মোট ৫০% নম্বর পেয়ে বিই (কম্পিউটার), বিটেক (আইটি/কম্পিউটার) কোর্স পাসরাও আবেদনের যোগ্য। এমসিএ কোর্স পাসরাও আবেদন করতে পারেন। প্রোগ্রামিংয়ের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। বেতন: ১৫,০০০-৪২,০০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ ৩টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি-বি ক্যাটেগরি ১। চাকরি হবে কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং 9/2017.

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। মোট শূন্যপদ: ৬টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১।

সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল): পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। মোট শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। কম্পিউটার সায়েন্সের বিএসসি বা এমএসসি কোর্স পাসরা ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাসরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ২)

সার্ভেয়র: মাধ্যমিক পাসরা সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। মাধ্যমিক পাসরা ব্যান্ডেলের সার্ভে ইনস্টিটিউট থেকে সিনিয়র সার্ভেয়রশিপ সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে কিংবা আইটিআই থেকে সার্ভে ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১।

ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট: মাধ্যমিক পাসরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১।

ক্যাশিয়ার: মাধ্যমিক পাসরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

ওপরের সব পদের বেলায় চাকরি হবে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং 8/2017.

সব পদের বেলায় বয়স হিসাব করতে হবে ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে। তফসিলি ও প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন আবেদন করতে হবে ২৮ জুলাই-এর মধ্যে এই ওয়েবসাইটে: www.mscwb.org এজন্য প্রার্থীর বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফি-বাবদ ২০০ টাকা, তফসিলি/ প্রতিবন্ধী হলে ৭০ টাকা অনলাইনে বা অবলাইনে জমা দিতে হবে। অফলাইনে টাকা জমা দিতে হবে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে। টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ জুলাই। বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

লোকসভায় জুনিয়র ক্লার্ক নিয়োগ

জুনিয়র ক্লার্ক পদে ৩১ জন কর্মী নেবে লোকসভা সচিবালয়। প্রার্থী বাছাই করবে ভারতীয় সংসদের জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট সেল। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 7/2017.

মোট শূন্যপদ: ৩১টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ৯)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে ইংরেজি বা হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। উভয় ভাষাতেই মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। এছাড়াও এআইসিটিই স্বীকৃত কম্পিউটার সার্টিফিকেট বা ডোয়েক 'ও' লেভেল বা সমতুল কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ৯-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি এবং মেইন পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং জেনারেল ইংলিশ বিষয়ে। সময়সীমা ৫০ মিনিট। মেইন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে দুটি পেপারে। পেপার ওয়ানে থাকবে ইংরেজিতে এসে ও লেটার রাইটিং এবং গ্রামার। আর পেপার টু-তে থাকবে টাইপিং টেস্ট। পরীক্ষার সময়সীমা পেপার ওয়ানের ক্ষেত্রে ২ ঘণ্টা এবং টাইপিং টেস্টের ক্ষেত্রে ১০ মিনিট। পরীক্ষার ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.loksabha.nic.in.

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাউটের মাধ্যমে: www.loksabha.nic.in. প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ আগস্ট। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো এবং সই আপলোড করতে হবে। অনলাইনে যথাযথভাবে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করবেন। দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন পরে কাজে লাগবে। খুঁটিনাটি আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

৩২৩ তরুণ-তরুণীকে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

৩২৩ জন তরুণ-তরুণীকে হেলথ স্যানিটারি ইনস্পেক্টর, ফিজিওথেরাপি টেকনিশিয়ান ও ডেন্টাল ল্যাব টেকনিশিয়ানের প্রশিক্ষণ দেবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার।

ট্রেড অনুসারে আসনসংখ্যা: হেলথ স্যানিটারি ইনস্পেকটর ২৩৪টি, ফিজিওথেরাপি টেকনিশিয়ান ৬৩টি, ডেন্টাল ল্যাব টেকনিশিয়ান ২৬টি। ডেন্টাল ল্যাব টেকনিশিয়ানের কোর্সটি ২ বছরের। অন্য দুটি কোর্সের মেয়াদ ১ বছর।

মাধ্যমিক পাস হলেই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। ১-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে অন্তত ১৪ বছর।

হেলথ স্যানিটারি ইনস্পেকটর ও ফিজিওথেরাপি টেকনিশিয়ান কোর্সের ৫০% আসনে ভর্তি নেওয়া হবে সরাসরি। আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে। এই দুই কোর্সের বাকি ৫০% আসন এবং ডেন্টাল ল্যাব টেকনিশিয়ানের সব কটি আসনেই প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে তৈরি মেধাতালিকা অনুসারে।

ট্রেনিংয়ে সফলরা এনসিভিটি থেকে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট পাবেন। নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.nitcindia.com বয়ানের প্রিন্টআউট নিয়ে সেটি হাতে লিখে পূরণ করবেন। রেজিস্ট্রেশন ফি-বাবদ 'National Industrial Training Centre, New Delhi'-এর অনুকূলে ৫০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে হবে আবেদনপত্রের সঙ্গে। এছাড়া মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের নকল, তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের নকল, বাসস্থানের প্রমাণপত্রের নকল ও ৪ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে। একটি ফোটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।

ডিমান্ড ড্রাফট ও প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদনপত্র ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: National Industrial Training Centre, New Delhi, 30-34, Sewak Park, Dwarka Mor Metro Station, Piller No.771, Main Najafgarh Road, New Delhi-110059.

আর্কিওলজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

আর্কিওলজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ইনস্টিটিউট অব আর্কিওলজি। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। কোর্স চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে।

আসনসংখ্যা: ১৫টি। ডিপার্টমেন্টাল স্পনসর্ড প্রার্থী এবং সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫% (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৫০%) নম্বরসহ আর্কিওলজি, অ্যানথ্রোপোলজি, প্রাচীন বা মধ্য ভারতীয় ইতিহাস বা জিওলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। এছাড়া সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, আরবি বা পারস্য— এর মধ্যে যে কোনও একটি ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য।

বয়স: ৩১-৮-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

স্টাইপেন্ড: নির্দিষ্ট মাসিক ৮,০০০ টাকা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাতায়াত ভাড়া পাওয়া যাবে।

মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। বাছাই করা প্রার্থীদের এরপর লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা ৫ সেপ্টেম্বর। মোট ১২টি পত্রে পরীক্ষা হবে। বিস্তারিত সিলেবাস ওয়েবসাইটে পাবেন। ইন্টারভিউসহ প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট হবে ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.asi.nic.in পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) পাসপোর্ট মাপের এক কপি ফোটো। ফোটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে তার ওপর সই করবেন।

২) ফি-বাবদ দিতে হবে ২৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি 'Director, Institute of Archaeology'-এর অনুকূলে নয়া দিল্লিতে প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটটি পিছনে ইংরেজির বড় হরফে প্রার্থীর নাম, মোবাইল নম্বর, ই-মেল আইডি এবং ঠিকানা লিখে দেবেন।

৩) বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৭) সরকারি হাসপাতাল থেকে পাওয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৮) কাজের অভিজ্ঞতার (থাকলে) সার্টিফিকেটের নকল।

৯) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৬৭ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটা এ-ফোর সাইজ মাপের একটি খাম।

৭ আগস্টের মধ্যে আবেদনপত্র পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Director, Institute of Archaeology, Archaeological Survey of India, Red Fort, Delhi-110006. বিস্তারিত আরও বিষয়ে জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

এখন প্রতি সপ্তাহে থাকছে কয়েকশো চাকরির খোঁজখবর। দেখতে থাকুন টার্গেট@কেরিয়ার।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০১৭

এয়ার ইন্ডিয়ায় ৪০০ কেবিন ক্রু নিয়োগ

কেবিন ক্রু পদে ৪০০ জন কর্মী নেবে এয়ার ইন্ডিয়া। শুধু অবিবাহিতা তরুণীরাই আবেদন করবেন। প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে উত্তরাঞ্চল রিজিয়নে। বিমান পরিষেবা সংস্থায় কেবিন ক্রু পদে কর্মরতরা অগ্রাধিকার পাবেন। ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে প্রথমে ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে।

শূন্যপদ: ৪০০টি। সাধারণ ২০০, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি ১৫৩।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক অথবা যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি বা ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজমে তিন বছর মেয়াদের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবা আছে এমন কোনও দেশের ভাষা জানা থাকলে অগ্রাধিকার। কর্মরতাদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি এয়ারবাস বা বোয়িং বিমানের ক্ষেত্রে বৈধ সেফটি অ্যান্ড এমারজেন্সি প্রোসিডিওর সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৬০ সেমি। তফসিলি এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা ২.৫ সেমি ছাড় পাবেন। বিএমআই হতে হবে ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে এন/৫, খারাপ চোখে এন/৬। দূরের ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯। চশমা থাকলে চলবে না। কনট্যাক্ট লেন্স +২ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। বর্ণান্ধতা থাকা চলবে না।

বয়স: ১-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর এবং ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট মাসিক ১৫,০০০ টাকা। সফলভাবে ট্রেনিংয়ের বেতন ১৮,৮০০ টাকা, সঙ্গে ফ্লাইং অ্যালওয়েন্সসহ অন্যান্য ভাতা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কর্মরতাদের ক্ষেত্রে ওয়াক-ইন ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ দিল্লিতে, ৩ আগস্ট থেকে ৫ আগস্ট। প্রথমে থাকবে প্রিলিমিনারি মেডিক্যাল এগজামিনেশন। এরপর ইন্টারভিউ। পরীক্ষাকেন্দ্রের ঠিকানা: Training Hall, Ground Floor, Air India Admin Building, Opp. Post Office, IGI Airport, Terminal-1, Palam, New Delhi-110037.

ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি মেডিকেল এগজামিনেশন এবং গ্রুপ ডায়ানামিক্স অ্যান্ড পার্সোনালিটি অ্যাসেসমেন্ট টেস্টের মাধ্যমে। সফলদের লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। সব ক্ষেত্রেই শাড়ি পরে আসা বাধ্যতামূলক।

অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.airindia.in. প্রার্থীর একটি চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১ আগস্ট। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো আপলোড করতে হবে। ফি-বাবদ দিতে হবে ১,০০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ডিমান্ড ড্রাফটটি 'AIR INDIA LIMITED'-এর অনুকূলে দিল্লিতে প্রদেয় হতে হবে। তফসিলিদের ফি লাগবে না।

ডিমান্ড ড্রাফট-সংক্রান্ত তথ্য অনলাইন আবেদনের সময় উল্লেখ করতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটটি জিডি অ্যান্ড প্যাটের সময় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত মেডিক্যাল সার্টিফিকেট (প্রার্থীর উচ্চতা, ওজন, বিএমআই, রং চেনার ক্ষমতা ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হবে।), অপথ্যালমোলজিস্ট কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র, কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), কর্মরতদের ক্ষেত্রে ট্রেনিং প্রোফিশিয়েন্সি রেকর্ড বুক এবং এসইপি বুক, নো অবজেকশন সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় নথিপত্রের মূল ও আর এক কপি নকল। এর পাশাপাশি সঙ্গে নিয়ে যাবেন প্রার্থীর পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দুটি পোস্টকার্ড মাপের ফোটো। সামনে থেকে ও সাইড ভিউতে ফোটো তোলাতে হবে।

বিস্তারিত আরও বিষয় জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টরেট অব ওপেন অ্যান্ড ডিসট্যান্স লার্নিংয়ে এমএ কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে।

২ বছরের এমএ কোর্স পড়ানো হবে এইসব বিষয়ে: বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, এডুকেশন, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনার্স/স্পেশাল অনার্স/জেনারেল গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েটরা ১ বছরের ব্রিজ কোর্স পাস করে থাকলেও আবেদনের যোগ্য।

এমএ, এমএসসি বা এমকম কোর্স পাসরা বিএড কোর্স পাস হলেও এডুকেশনের এমএ কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্য।

পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এমএ কোর্সের বেলায় পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পলিটিক্যাল সায়েন্স বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট হতে হবে।

পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এমএ কোর্স পড়ানো হবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। অন্যান্য বিষয়ের এমএ কোর্স পড়ানো হবে স্টাডি সেন্টারে। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। ইনফরমেশন ব্রোশিওর কাম অ্যাডমিশন ফর্ম পাবেন হাতে হাতে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টরেট অফিস থেকে ও স্টাডি সেন্টার থেকে ১ আগস্ট থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভর্তি চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত। ২০০ টাকা লেট ফি দিলে ভর্তি চলবে ২ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কোর্স ফি-এর টাকা অনলাইনে জমা দেবেন 'SBI Bank Collect'-এ এই ওয়েবসাইটে: www.onlinesbi.com টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। ফর্ম জমা দেওয়ার সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও ফি জমা দেওয়ার ২ কপি ই-রিসিপ্ট নিয়ে যাবেন। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ঠিকানায়: ডিরেক্টরেট অব ওপেন অ্যান্ড ডিসট্যান্স লার্নিং, ইউনিভার্সিটি অব কল্যাণী, ব্লক বি-১২/১৯৫, কল্যাণী-৭৪১১৩৫, নদিয়া।

হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুটি কোর্স

হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা/পোস্ট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত চাইছে ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ইন হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং। কোর্সের সময়সীমা ৩৯ সপ্তাহ। যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বরসহ স্বীকৃত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স শাখায় ডিগ্রি কোর্স পাস বা সমতুল। আসন সংখ্যা: ৬০। তফসিলি, ওবিসি, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুযায়ী আসন সংরক্ষিত আছে। এই কোর্সের জন্য বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। কোর্স ফি: ১,৭৫,০০০ টাকা। সার্ভিস ট্যাক্স প্রযোজ্য।

পোস্ট ডিপ্লোমা কোর্স ইন হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং। কোর্সের সময়সীমা: ২৬ সপ্তাহ। যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বরসহ পলিটেকনিক বা টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড থেকে ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স শাখায় ডিপ্লোমা বা সমতুল। আসন সংখ্যা: ৫০। কোর্স ফি ৮০,০০০ টাকা।

প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মেধা তালিকার ভিত্তিতে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট ফর্মে। www.nptinangal.in ওয়েবসাইটে ফর্ম পাবেন। আবেদনপত্র পৌঁছতে হবে ৪ আগস্টের মধ্যে। মেধা তালিকা প্রকাশিত হবে ৯ আগস্ট।

ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার-এ তিনটি কোর্স

সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার-এ তিনটি কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র চাওয়া হচ্ছে।

থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং। কোর্সের সময়সীমা ৫২ সপ্তাহ। যোগ্যতা: স্বীকৃত কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স/পাওয়ার/ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন/সি অ্যান্ড আই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিই বা বিটেক। গ্র্যাজুয়েশনে অন্তত ৬০% নম্বর থাকতে হবে। যাঁরা চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনযোগ্য। কোর্স ফি: নন-স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৮০,০০০ টাকা এবং স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১,২০,০০০ টাকা।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম। কোর্সের সময়সীমা ২৬ সপ্তাহ। যোগ্যতা: স্বীকৃত কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা। কোর্স ফি: নন-স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১,৮০,০০০ এবং স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২,৪০,০০০ টাকা।

ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন। কোর্সের সময়সীমা ২৬ সপ্তাহ। যোগ্যতা: স্বীকৃত কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিই বা বিটেক। গ্র্যাজুয়েশনে অন্তত ৬০% নম্বর থাকতে হবে। কোর্স ফি: নন-স্পনসর্ডদের ক্ষেত্রে ১,৪০,০০০ টাকা এবং স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১,৮৫,০০০ টাকা। বয়স: নন-স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৭ বছরের মধ্যে। স্পনসর্ড প্রার্থীদের জন্য কোনও বয়সসীমা নেই। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং ডিগ্রি /ডিপ্লোমা কোর্সের নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে। যাবতীয় তথ্যের জন্য দেখুন: www.cbip.org

ব্রডকাস্ট জার্নালিজম এবং প্রিন্টিং অ্যান্ড বুক পাবলিশিংয়ের বি. ভোক কোর্সে ভর্তি

ব্রডকাস্ট জার্নালিজম এবং প্রিন্টিং অ্যান্ড বুক পাবলিশিংয়ের বি. ভোক কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ। কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর।

আসনসংখ্যা: বিষয়প্রতি ৫০টি। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল।

কোর্স ফি: বার্ষিক ১২,২০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং স্ক্রিনিং টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। তবে সংশ্লিষ্ট নির্বাচক কমিটি মনে করলে অন্য কোনও প্রক্রিয়াতেও প্রার্থী বাছাই করতে পারেন। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.dmc.ac.in আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করবেন।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) পাসপোর্ট মাপের এক কপি ফোটো। ফোটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে তার উপর সই করবেন।

২) ফি-বাবদ দিতে হবে ২৫০ টাকার (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকার) ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি 'Derozio Memorial college'-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে। এছাড়া নগদেও ফি জমা দেওয়া যাবে কলেজের বি.ভোক প্রোগ্রামের অফিসে।

৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৪) উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৫) কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৬) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

যাবতীয় নথিপত্র গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে। ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে সাধারণ ডাকে আবেদনপত্র পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Principal, Derozio Memorial college, Rajarhat, P.O.-R. Gopalpur, Kolkata-700136, North 24 Parganas, West Bengal. অথবা সোম থেকে শনি সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যে কলেজের বি.ভোক ডিগ্রি প্রোগ্রামের অফিসে সরাসরি উপস্থিত হয়েও আবেদনপত্র জমা দিতে পারেন। খুঁটিনাটি আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

উন্নতির মূলে থাকবে পেশাদারিত্ব আর কাজের প্রতি ভালোবাসা

আপনার সফল কর্মজীবনের জন্য যেমন প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা, জ্ঞান তেমনই কিছু মানবিক গুণেরও প্রয়োজন আছে। এই ব্যাপারগুলিই একজন সফল মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে আপনাকে সাহায্য করবে। 'পেশাদারিত্ব' সবসময় একটি অপরিহার্য গুণ। এমনিতে আপনার যত গুণই থাকুক না কেন পেশাদারিত্ব ছাড়া আপনার উন্নতি করা দুষ্কর। পেশাদারিত্ব কথাটা আমরা সবসময় শুনি। কিন্তু এর সঠিক ব্যবহার বা কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে পেশাদারিত্ব বলা হবে, তা আমাদের কাছে সবসময় স্পষ্ট নয়।

সঠিক ব্যবহার, লক্ষ্য এবং গুণাগুণ বজায় রেখে কোনও কাজ সম্পন্ন করাকে বলা হয় পেশাদারিত্ব। যদি কারওর মধ্যে কাজের প্রতি শ্রদ্ধা, সৎভাবে কাজ করার উদ্যম, দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা, সময়মতো কাজ শেষ করার প্রবণতা এবং কর্মদক্ষতা থাকে তাহলে অনুমান করা হয় যে তার মধ্যে পেশাদারিত্ব আছে।

অফিসে যে কোনও পর্যায়ে পেশাদারিত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। যে অফিসে বা কোম্পানিতে পেশাদারিত্বের উপরে যত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সে অফিসের উন্নতি তত বেশি হয়। একই ব্যাপার মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি যত বেশি পেশাদার তাঁর উন্নতি তত তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে।

যে কাজটির দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হবে সেটা সঠিকভাবে করে দেওয়া আপনার সর্বপ্রথম দায়িত্ব। কাজ ঠিকমতো করতে না পারলে আপনার অগ্রসর হওয়ার রাস্তাই বন্ধই থেকে যাবে। আপনাকে কোনও কাজ দেওয়ার আগে বসের আপনার উপর ভরসা থাকতে হবে যে আপনি কাজটি করে দিতে পারবেন। তাছাড়া আপনি যদি ওই কাজটি সবার থেকে ভালো পারেন তাহলে অবশ্যই আপনাকেই কাজটি দেওয়া হবে। আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনাকে সততার সঙ্গে পালন করতে হবে। অসৎ ব্যক্তিদের সাময়িক উন্নতি হলেও একদিন তাদের অসৎ কর্ম তাদেরকে সবার নীচে নামিয়ে দেবে।

আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, সেটা হল পেশাদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসতে হবে নিজের কাজকেও। আমাদের জীবন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। পড়াশোনা কখন করা হচ্ছে, কোন কোন পাঠ্যবিষয় বাছতে হবে, ইন্টারভিউয়ে উলটোদিক থেকে ধেয়ে আসা বিষাক্ত ডেলিভারিগুলোকে কীভাবে খেলবেন এবং সর্বোপরি কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যাকে কীভাবে বশে আনবেন তার উপরই নির্ভর করে জীবনের সাফল্য। এর জন্য দরকার মনের জোর আর নিজের উপর বিশ্বাস। আর নিজের উপর বিশ্বাস রেখে যখন কোনও ভয়কে জয় করা হবে তখন নিজেই বুঝতে পারবেন জীবনে সাফল্যের দিকে একধাপ এগিয়ে যাওয়া গেল। সকলের মধ্যেই ভালো দিক এবং দুর্বল দিক থাকে, ভালো দিকের সাহায্যে দুর্বল দিককে জয় করার নামই জীবন।

আর জীবনে সমস্যা থাকবেই যদি সমস্যা নিয়েই ভাবা হয় তবে সমস্যা আরও বাড়বে। বরং ভালো দিকগুলো নিয়ে ভাবলে এবং তা নিয়ে ঘষামাজা করলে নিজের উপর বিশ্বাস তৈরি হয়ে যাবে। নিজের গুণগুলি ব্যবহার করতে শিখলে অনেক বেশি সুযোগ আসবে এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার ক্ষমতা তৈরি হয়ে যাবে।

আমরা যখন নিজের অনিচ্ছাতে কোনও কাজ করি তখন কাজের চাপ বা স্ট্রেস অনেক বেড়ে যায় কিন্তু যদি কোনও কাজকে ভালোবেসে নিজের আয়ত্তে রেখে করা যায়, তাহলে কাজের প্রতি ইচ্ছেটা বেড়ে যায়। সাথে সাথে আসে দায়িত্ববোধ এবং ভয়টা পরিণত হয় আত্মবিশ্বাসে। এতে পরে কাজের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। যে-কাজে নিজের জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োগ করা যাবে, দেখবেন সেই কাজ তত সহজ এবং সুন্দর ভাবে হয়ে গেছে।

যখনই যে কাজ করা হোক না কেন, সেই কাজের প্রতি নিজের একশো শতাংশ সমর্পণ করার চেষ্টা করতে হবে। হতেই পারে সে কাজ নিজের পছন্দমতো নয়, কারণ জীবন আমাদের সবসময় নিজের ভালোলাগা মতো চলার সুযোগ দেয় না। কিন্তু মনে আত্মবিশ্বাস এবং কাজের প্রতি একনিষ্ঠ হলে সব খারাপলাগাগুলোকে মানিয়ে নিয়ে কাজে সফল হওয়া যায়। তাই পেশাদারিত্ব বজায় রেখে ভালোবেসে সব কাজ করতে হবে।

কেরিয়ার ইনফো

● ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসি আয়োজিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এগজামিনেশন'-এর দুটি পর্যায়ে পরীক্ষা হয়- প্রিলিমিনারি ও মেইন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় থাকে ২০০ নম্বরের অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন। প্রশ্ন হয় জেনারেল স্টাডিজ ও এরিথমেটিক বিষয়ে। মেন পরীক্ষায় কনভেনশনাল টাইপ প্রশ্ন হয়। এই পরীক্ষায় দুটি ভাগ— (১) আবশ্যিক বিষয় (২) ঐচ্ছিক বিষয়। আবশ্যিক বিষয়ে পরীক্ষায় প্রথম পত্রে থাকে ইংরেজি এসে, প্রেসি ও কম্পোজিশন। দ্বিতীয় পত্রে থাকে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা, সারসংক্ষেপ ও কম্পোজিশন। তৃতীয় পত্রে জেনারেল স্টাডিজ বিষয়ক প্রশ্ন হয়। প্রতি পত্রের নম্বর ১০০। ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বিষয়ের তালিকা থেকে দুটি বিষয় বেছে নিতে হয়। প্রতি বিষয়ে নম্বর ২০০ । সবশেষে পার্সোনালিটি টেস্ট। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে ২০০ নম্বরের এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের। ওয়েবসাইট: www.pscwb.org.in

● কমন ল অ্যাডমিশন টেস্ট বা 'ক্ল্যাট' একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় সফল হলে ভারতের প্রথম সারির বেশ কিছু আইন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়া যায়। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর। তফসিলি প্রার্থীরা নম্বরে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। ২০ বছরের মধ্যে বয়স থাকা চাই। তফসিলিরা ২২ বছর বয়স থাকা চাই। তফসিলিরা ২২ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করতে পারেন। 'ক্ল্যাট'-এ ২০০ নম্বরের জন্য ২০০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে ২ ঘণ্টার মধ্যে। পরীক্ষায় থাকবে ৪০ নম্বরের ইংরেজি (কম্প্রিহেনশন-সহ), জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ৫০ নম্বর, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স ২০ নম্বর, লিগ্যাল অ্যাপটিটিউড ৫০ নম্বর এবং লজিক্যাল রিজনিং বিষয়ে ৪০ নম্বর। এই পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর করে কাটা যাবে। এই পরীক্ষায় মাধ্যমে সারা ভারতের ১৬টি জাতীয় ল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া যায়। ওয়েবসাইট: www.clat.ac.in

● এইট পাস যোগ্যতার চারটি স্বল্পমেয়াদি কোর্সে প্রতি বছর ট্রেনিং দিয়ে থাকে, তারাতলায় ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট ক্যাটারিং টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। কোনও কোর্স ফি লাগবে না। কোর্সগুলি হল: ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস (মেয়াদ ৬ সপ্তাহ), হাউসকিপিং ইউটিলিটি (মেয়াদ ৬ সপ্তাহ), ফুড প্রোডাকশন-কুকারি (মেয়াদ ৮ সপ্তাহ) এবং বেকারি (মেয়াদ ৮ সপ্তাহ)। বয়স থাকতে হবে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। কোর্স চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন: www.ihmkolkata.org

● শিপিং কর্পোরেশনে ট্রেনিং ইলেকট্রিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ (তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর সহ ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি ই বা বি টেক বা ডিপ্লোমা। সঙ্গে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং দ্বারা অনুমোদিত চার মাস মেয়াদের ইলেকট্রো টেকনো অফিসার সার্টিফিকেট, ইন্ডিয়ান কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি ট্রেনিং ফর সিফেয়ারার্স উইথ ডেজিগনেটেড সিকিউরিটি ডিউটিজ (এস টি এস ডি এস ডি), স্ট্যান্ডার্ডস অব ট্রেনিং সার্টিফিকেশন অ্যান্ড ওয়াচকিপিং মডিউলার ২০১০ এবং হাই-ভোল্টেজ কোর্স করে থাকতে হবে। উপরোক্ত কোর্সগুলি করা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে ট্রেনিংয়ে যোগ দেওয়ার আগে ছয় মাসের মধ্যে নিজস্ব খরচে উপরোক্ত কোর্সগুলি করে নিতে হবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইটি: www.shipindia.com

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে সেই জল চাষের কাজে ব্যবহারে আগ্রহী। এই বিষয়ে উপযুক্ত নির্দেশিকা কোথা থেকে পাব জানালে উপকৃত হব। *(দেবেশ পাল, কাকদ্বীপ)*

আপনি অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) যোগাযোগের করতে পারেন। এখানে বৃষ্টির জল ধরে পরে সেই জল বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী পরিকাঠামো তৈরি বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ পাবেন। এখানে রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং-এর একটি পরিকাঠামো রয়েছে। ঠিকানা: ট্রেনিং সেন্টার, অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া), আই এ-টু, সল্টলেক (১৩ নম্বর জলের ট্যাঙ্কের কাছে), কলকাতা-৯১। ফোন: ২৩৩৫-৯৪৬৬।

● খাদ্যে ব্যবহৃত ভেষজ সুগন্ধী তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে চাই। কোথায় যোগাযোগ করব? (দিব্যেন্দু সাহা, বসিরহাট)

স্বনিযুক্তি-সহায়ক প্রতিষ্ঠান প্রগতিতে খাদ্যে ব্যবহার যোগ্য মিঠা আতর, গোলাপজল, স্যাফ্রন অয়েল ইত্যাদির মতো ভেষজ সুগন্ধী তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঠিকানা: নর্থ ঘোষপাড়া গ্যাসগিট রোড, বালি, হাওড়া। ফোন: ২৬৭১-০২৯২

● বিভিন্ন আকার ও রঙের মোমবাতি তৈরি শিখতে চাই। কোথায় শেখানো হয় জানালে উপকৃত হব। *(দেবিকা জানা, উত্তর ২৪ পরগণা)*

স্বনিযুক্তি-সহায়ক সংস্থা প্রগতি রঙীন ও সুগন্ধী মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। বছরের যে কোনও সময়েই প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়। যোগাযোগের ঠিকানা: নর্থ ঘোষপাড়া গ্যাসগিট রোড, বালি, হাওড়া। ফোন: ২৬৭১-০২৯২

অবসরের পরেও থাকুন ফুর্তিতে

অবসরের পরের দিনটাও হোক আপনার চাকরি জীবনের প্রথম দিন। তার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে এগোতে হবে। আমাদের চাকরি জীবনে যে একদিন অবসর আসবে সেটাই স্বাভাবিক। তাই সেই প্রস্তুতি আগে থেকে নিয়ে রাখাই ভালো। তবে অনেকেই মনে করেন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তো মোটা টাকা পাব, তাই এত ভাবনা-চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু আপনার সেই ধারণা ভুল। একটা জিনিস আমরা ভুলতে বসি যে অবসরের আগে চাকরি থেকে যে টাকাটা আসছে পরবর্তীকালে সেই মূল রোজগারটিও আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় সারাজীবন চালানো, সেটা কি খুব সন্তোষজনক ভাবনা? কারণ সেই টাকাও একদিন শেষ হবে। তাই যে চিন্তা আপনি পরে করবেন তা আগে কেন নয়?

যাতে অবসরের পরের দিনও আপনার মধ্যে প্রথম দিনের মতোই স্ফূর্তি থাকে। অনেক মানুষই আছেন যাঁরা জীবনে সেই রকম প্ল্যান করে এগোতে পারেন না। তাঁদের কাছে জীবন মানে হচ্ছে আনন্দ-ফুর্তি করে বাঁচা। সেইভাবে টাকা জমানোর দিকে তাঁরা চাকরি জীবনের প্রথম দিক থেকে মন দিতে চায় না। সেক্ষেত্রে তাঁরাই বেশি সমস্যায় পড়েন। অনেকেই ভাবেন তাঁরা অবসর গ্রহণের পর খুব ভালো থাকবেন, কিন্তু অনেক সময় তাঁরা তাঁদের ভাবনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন না। সেই সময় অর্থাৎ অবসর গ্রহণের পর এই ধরনের চিন্তাধারা আপনার মানসিক অশান্তিকে বাড়িয়ে তোলে। যাঁরা ভালো কোম্পানিতে উঁচু পদে চাকরি করেছেন, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও পেয়েছেন, কিন্তু আনন্দ করতে গিয়ে সেই টাকা তিনি কোনও ফরেন ট্যুরের পিছনে খরচ করে ফেলেছেন, ফলে এরপর বাকি জীবনটা কাটাবেন কীভাবে সেটা জীবনে একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর কী হয়, প্রত্যেক মাসে যে রোজগার হতো সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে টাকার পরিমাণ কমতে থাকলে তা থেকে শুরু হয় মানসিক অশান্তি। পাশাপাশি মানুষের বয়স হলে শারীরিক যেকোনও সমস্যাও ভিড় করে আসে। সেইসব বিষয়ে চিন্তা করে তাই মানুষকে সময় থাকতে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

তাই আমরা যদি ধরি একজন মানুষ ২৫ বছর বয়সে কাজ শুরু করেছেন তিনি অন্তত আরও ৩৫ বছর ধরে কাজ করবেন, সেক্ষেত্রে তাঁর জীবনের অবসর গ্রহণের সময়ের কথা আগে থেকেই চিন্তাভাবনা করা উচিত। চাকরি জীবনের শুরুতে নিজে যদি সব কিছু না বোঝেন সেক্ষেত্রে বাড়ির বড়দের সঙ্গেও আপনি কথা বলে দেখতে পারেন। চাকরি জীবন যতই আপনার এগোতে থাকবে তত টাকা জমানোর দিকে নিজেকে আরও সচেতন করে তুলতে হবে। দরকার হলে কোনও এক্সপার্টের পরামর্শও নিতে পারেন। বর্তমানে প্রায় কম-বেশি প্রত্যেক ব্যাংকেই সুদ কম। তাই সেক্ষেত্রে কীভাবে নিজের রোজগারের টাকা জমাতে পারলে ভবিষ্যতে আপনি লাভের মুখ দেখবেন সেটা জেনে নিতে হবে।

এরপর দু'য়ের পাতায়